কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের পর্যায়সমূহ

ড. জগ মোহন বাসন্তিয়া
গঙ্গাধরপুর মহাবিদ্যামন্দির
হাওড়া

প্রিয় ছাত্র/ছাত্রী,
করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। এই সময়ে সরকারের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে। কোনো মতে বাইরে যাওয়া চলবে না। বার বার সাবন দিয়ে হাত ধুতে হবে। আমি জানি বাড়িতে থাকতে আর ভালো লাগছে না। আর সেই ভাবে পড়া শোনা এগোছে না। তোমাদের মধে কেউ কেউ ফোন করে পড়া সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছে। সে যাই হোক আমি আজ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব নিয়ে কিচ্ছু আলোচনা করছি। সমস্যা হলে ফোন অথবা আমার ই-মেলে যোগাযোগ কর-
৯৪৩৩৪৮২১৭৪ /jmbasantia@gmail.com

লরেন্স কোহলবার্গ (১৯৫৮), পাইগেটের (১৯৩৩) নৈতিক বিকাশের তত্ত্বের সাথে নীতিগতভাবে একমত হলেও তাঁর ধারণাগুলি আরও বিকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি পাইগেটের গল্প বলার কৌশলটি ব্যবহার করেছিলেন লোকদের নৈতিক দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত গল্পগুলি বলার জন্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে, তিনি বিবেচনার জন্য একটি পছন্দ উপস্থাপন করেছিলেন, উদাহরণস্বরূপ, কিছু কর্তৃত্বের অধিকার এবং অন্যায়ভাবে আচরণ করা হচ্ছে এমন কিছু উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনের মধ্যে।

কোহলবার্গের (১৯৫৮) গল্পের অন্যতম পরিচিত গল্পটি হিন্জ নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তিত, যিনি ইউরোপের কোথাও বাস করতেন। হাইঞ্জের স্ত্রী একটি বিশেষ ধরণের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছিলেন। চিকিত্সকরা বলেছিলেন যে একটি নতুন ড্রাগ তাকে বাঁচাতে পারে। স্থানীয় এক রসায়নবিদ ড্রাগটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং হেইঞ্জ কিছু কিনে দেওয়ার জন্য মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন, তবে রসায়নবিদ ওষুধটি তৈরি করতে যে পরিমাণ ব্যয় করেছিলেন তার চেয়ে দশগুণ বেশি চার্জ করছিলেন, আর এটি হেইঞ্জের সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। পরিবার ও বন্ধুদের সহায়তার পরেও হাইঞ্জ কেবলমাত্র অর্ধেক টাকা জোগাড় করতে পারত। তিনি রসায়নবিদকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তার স্ত্রী মারা যাচ্ছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি ড্রাগটি সস্তা পেতে পারেন বা বাকী টাকা পরে পরিশোধ করতে পারেন কিনা। রসায়নবিদ অস্বীকার করে বলেছিলেন যে তিনি ড্রাগটি আবিষ্কার করেছেন এবং এটি থেকে অর্থোপার্জন করতে চলেছেন। স্বামী স্ত্রীকে বাঁচাতে মরিয়া হয়েছিলেন, তাই সেই রাতের পরে সে রসায়নের মধ্যে প্রবেশ করে মাদক চুরি করে নিয়ে যায়।

কোহলবার্গ একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যেমন:

১. হাইঞ্জকে কি ড্রাগ চুরি করা উচিত ছিল?

২. হেইঞ্জ তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা না থাকলে কি কিছু পরিবর্তন হবে?

৩. মরে যাওয়া ব্যক্তিটি যদি অপরিচিত হয়, তবে তা কী কোনও পার্থক্য করবে?

৪. মহিলা মারা গেলে পুলিশ কি হত্যার জন্য কেমিস্টকে গ্রেপ্তার করতে হবে?

58 জন ছেলেকে দশটি দ্বিধাগ্রস্থতার উপর ভিত্তি করে 2 ঘন্টার একটি সাক্ষাত্কার দেওয়া হয়েছিল। কোহলবার্গ প্রধানত যা আগ্রহী ছিলেন তা ছেলেরা এই ক্রিয়াটি সঠিক বা ভুল হিসাবে বিচার করেছিল কিনা তা নয়, বরং সিদ্ধান্তের কারণগুলিই বলেছিল। তিনি দেখতে পান যে বাচ্চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে এই কারণগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে।

কোহলবার্গ নৈতিক যুক্তির তিনটি স্বতন্ত্র স্তর চিহ্নিত করেছিলেন: প্রাক-প্রচলিত, প্রচলিত এবং উত্তর-পরম্পরাগত। প্রতিটি স্তরের দুটি উপ-পর্যায় রয়েছে।

তালিকাভুক্ত ক্রমে লোকেরা কেবলমাত্র এই স্তরগুলি দিয়ে যেতে পারে। প্রতিটি নতুন পর্যায় আগের পর্যায়ে যুক্তিযুক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে। সবাই সব ধাপ অর্জন করে না।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের পর্যায়সমূহ

স্তর 1 - প্রাক-প্রচলিত নৈতিকতা

প্রাক-প্রচলিত স্তরে (সর্বাধিক নয় বছর বয়সী এবং তার চেয়ে কম বয়সী, প্রায় নয় বছরেরও বেশি), আমাদের নৈতিকতার ব্যক্তিগত কোড নেই। পরিবর্তে, আমাদের নৈতিক কোডটি প্রাপ্তবয়স্কদের মানদণ্ড এবং তাদের নিয়ম অনুসরণ বা ভঙ্গ করার পরিণতি দ্বারা আকারযুক্ত।

পর্যায় 1. আনুগত্য এবং শাস্তি ওরিয়েন্টেশন । শিশু / ব্যক্তি পৃথকভাবে শাস্তি এড়ানোর জন্য ভাল। যদি কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয় তবে তারা অবশ্যই ভুল করেছে।

পর্যায় 2. ব্যক্তিবাদ এবং বিনিময় । এই পর্যায়ে, শিশুরা বুঝতে পারে যে কেবলমাত্র একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তরিত হয়নি। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

(এই স্তরের প্রথম পর্যায়ে, শিশুরা কেবল শাস্তি এড়ানোর জন্য নিয়মগুলি মান্য করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, বাচ্চার ক্রিয়াকলাপগুলি অন্যান্য ব্যক্তিরা তাদের জন্য কী করতে পারে তা বিবেচনার ভিত্তিতে তারা স্বার্থের বাইরে নিয়মগুলি অনুসরণ করে।)

স্তর 2 - প্রচলিত নৈতিকতা

প্রচলিত স্তরে (বেশিরভাগ কৈশোর ও বয়স্ক) আমরা মূল্যবান প্রাপ্ত বয়স্ক রোল মডেলের নৈতিক মানকে অভ্যন্তরীণ করতে শুরু করি।

কর্তৃপক্ষকে অভ্যন্তরীণ করা হয়েছে তবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি, এবং যুক্তিটি সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত গ্রুপের নিয়মগুলির উপর ভিত্তি করে।

পর্যায় 3. ভাল আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক । শিশু / ব্যক্তি অন্যের দ্বারা ভাল ব্যক্তি হিসাবে দেখা যায় যাতে ভাল হয়। সুতরাং, উত্তরগুলি অন্যের অনুমোদনের সাথে সম্পর্কিত।

4. সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা । শিশু / ব্যক্তি সমাজের বিস্তৃত বিধি সম্পর্কে সচেতন হয়, সুতরাং আইনগুলি সমর্থন করার জন্য এবং অপরাধবোধ এড়াতে বিচারের বিধিগুলি মান্য করার বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

(৩ য় পর্যায়ে শিশুরা তাদের আচরণের পিছনে ব্যক্তির উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে নৈতিকতার মূল্যায়ন করে। কোনও কাজ নৈতিক ছিল কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই পর্যায়ে থাকা শিশুরা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিবেচনা করতে পারে। এই পর্যায়ে থাকা শিশুরা প্রায়শই অন্যকে সহায়তা করতে চায়, অন্যের উদ্দেশ্যগুলি বিচার করতে পারে, এবং নৈতিকতা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা বিকাশ করতে শুরু করতে পারে।

৪ র্থ পর্যায়ে ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সমাজের মধ্যে তাদের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে, কেউ অন্যায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা কোনও বিধি বা আইন লঙ্ঘন করে যদি কোনও কাজ নৈতিকভাবে ভুল বলে বিবেচিত হয়।)

স্তর 3 - প্রচলিত উত্তর নৈতিকতা

পৃথক রায় স্ব-নির্বাচিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে এবং নৈতিক যুক্তি পৃথক অধিকার এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। কোহলবার্গের মতে এই স্তরের নৈতিক যুক্তি যতটা মানুষ পেয়েছে ততই রয়েছে।

মাত্র 10-15% ধরণের 5 বা 6 ধরণের (প্রচলিত উত্তর-পরবর্তী নৈতিকতা) জন্য প্রয়োজনীয় ধরণের বিমূর্ত চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম। এর অর্থ, বেশিরভাগ লোকেরা তাদের চারপাশের লোকদের কাছ থেকে তাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং কেবল সংখ্যালঘু তাদের জন্য নৈতিক নীতিগুলির মাধ্যমে চিন্তা করে।

পর্যায় 5. সামাজিক চুক্তি এবং স্বতন্ত্র অধিকার । শিশু / ব্যক্তি সচেতন হন যে বিধি / আইন সর্বাধিক সংখ্যক লোকের ভালোর জন্য থাকতে পারে তবে এমন সময় আসে যখন তারা নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করবে। বিষয়টি সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, হেইঞ্জের দ্বিধায় জীবন রক্ষা চুরির বিরুদ্ধে আইন ভাঙার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ life

পর্যায় 6. ইউনিভার্সাল নীতি । এই পর্যায়ে লোকেরা তাদের নিজস্ব নৈতিক নির্দেশিকা নির্ধারণ করেছে যা আইনের সাথে মাপসই বা নাও পারে। নীতিগুলি সকলের জন্য প্রযোজ্য। যেমন, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং সমতা equality ব্যক্তি এই নীতিগুলি রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে এমনকি যদি এটি প্রক্রিয়াতে সমাজের বাকী অংশের বিরুদ্ধে যায় এবং অস্বীকৃতি বা কারাভোগের পরিণতি প্রদান করে। কোহলবার্গ সন্দেহ করেছিলেন যে এই পর্যায়ে অল্প লোকই পৌঁছেছিল।

(5 ম পর্যায়ে, মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার পাশাপাশি সমাজের কল্যাণকে মূল্য দিতে শুরু করে। যদিও এই পর্যায়ে থাকা লোকেরা বুঝতে পারে যে এমন সময় আছে যখন মানুষের প্রয়োজন এবং আইন দ্বন্দ্ব হয়, তারা সাধারণত বিশ্বাস করে যে লোকেরা আইন অনুসরণ করলেই এটি আরও ভাল।

6 ম ধাপে লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে যা সঠিক বলে মনে করে তার সাথে আরও উদ্বিগ্ন হয়, এমনকি এটি আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই পর্যায়ে, লোকেরা নৈতিকতার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ মান অনুসারে কাজ করে, এমনকি এটি প্রতিষ্ঠিত আইনগুলির সাথে বিরোধীও হয়।)

কোহলবার্গের পদ্ধতিগুলির সাথে সমস্যা

1. দ্বিধাগুলি কৃত্রিম (যেমন তাদের পরিবেশগত বৈধতার অভাব রয়েছে)

বেশিরভাগ দ্বিধাদ্বন্দ্ব বেশিরভাগ মানুষের কাছেই অপরিচিত (রোজেন, 1980)। উদাহরণস্বরূপ, হাইঞ্জের স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য ড্রাগ চুরি করা উচিত কিনা বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করে হেইঞ্জ দ্বিধায় এটি খুব ভাল তবে কোহলবার্গের বিষয়গুলি 10 থেকে 16 বছরের মধ্যে ছিল তারা কখনও বিবাহিত হয় নি এবং গল্পের মতো কখনও দূরবর্তী পরিস্থিতিতে পড়েনি। তাদের কীভাবে জানা উচিত যে হেইঞ্জ ড্রাগ চুরি করা উচিত?

2. নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট

গিলিগান (1977) এর মতে, কোহলবার্গের তত্ত্বটি সর্ব-পুরুষের নমুনার উপর ভিত্তি করে ছিল, সুতরাং পর্যায়গুলি নৈতিকতার পুরুষ সংজ্ঞা (এটি এন্ড্রোসেন্ট্রিক) প্রতিফলিত করে। পুরুষদের নৈতিকতা আইন এবং ন্যায়বিচারের বিমূর্ত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, যখন মহিলারা 'সমবেদনা এবং যত্নের নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে।আরও, গিলিগানের উত্থাপিত লিঙ্গ পক্ষপাত ইস্যুটি মনোবিজ্ঞানে এখনও বিদ্যমান তাৎপর্যপূর্ণ লিঙ্গ বিতর্কের একটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যা উপেক্ষা করার পরে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলগুলিতে বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে।

৩. দ্বিধাগুলি অনুমানমূলক (যেমন, তারা বাস্তব নয়)

একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে, কোনও ব্যক্তি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার প্রকৃত পরিণতি ঘটতে পারে - এবং কখনও কখনও নিজের জন্য খুব অপ্রীতিকরও হয়। বিষয়গুলি যদি সত্যিকারের পরিস্থিতিতে স্থাপন করা হয় তবে একইভাবে যুক্তি যুক্ত করবে? আমরা ঠিক জানি না। কোহলবার্গের তত্ত্বটি কোনও কৃত্রিম দ্বিধায় ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার উপর অত্যধিক নির্ভরশীল যে বিষয়টি এই গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলগুলির বৈধতা নিয়ে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে।গবেষণার পরিবেশের স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের কাছে উপস্থাপন করা কৃত্রিম দ্বিধাদ্বন্দ্বের তুলনায় তারা সত্যিকারের জীবনের পরিস্থিতিতে খুব আলাদাভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

4. নিম্ন গবেষণা নকশা

এই তত্ত্বটি তৈরি করার সময় কোহলবার্গ যেভাবে তাঁর গবেষণা চালিয়েছিলেন, তা পরীক্ষা করার সবচেয়ে ভাল উপায় না হতে পারে যে সমস্ত শিশু মঞ্চের অগ্রগতির একই ক্রম অনুসরণ করে কিনা।তাঁর গবেষণাটি **ক্রস-বিভাগীয় ছিল** , যার অর্থ তিনি বিভিন্ন বয়সের শিশুদের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন যে তারা কী স্তরে নৈতিক বিকাশ করছে. পর্যায়ক্রমে সমস্ত শিশু একই নির্দেশ অনুসরণ করে কিনা তা দেখার আরও ভাল উপায় হ'ল একই শিশুদের উপর অনুদৈর্ঘ্য গবেষণা চালানো হত।

যাইহোক, কোহলবার্গের তত্ত্বের উপর অনুদায়ী গবেষণাটি কোলবি এট আল দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। (1983) যারা কোহলবার্গের আসল অধ্যয়নের 58 জন অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি 27 বছরের ব্যবধানে ছয়বার তাদের পরীক্ষা করেছিলেন এবং কোহলবার্গের মূল উপসংহারের জন্য সমর্থন পেয়েছিলেন, যা আমরা সকলেই একই ক্রমে নৈতিক বিকাশের পর্যায়ে যেতে পারি।

শ্রেণিকক্ষে কোহলবার্গের তত্ত্বের নৈতিক বিকাশ কীভাবে প্রয়োগ করা যায়

কোহলবার্গের প্রথম পর্যায়, এবং প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা

কোহলবার্গের তত্ত্ব অনুসারে বেশিরভাগ প্রাক-বিদ্যালয় এবং কিছু কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীরা এখনও নৈতিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে। এই পর্যায়ে, নৈতিক আচরণকে উত্সাহিত করার জন্য ভিত্তি তৈরি করা শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম পর্যায়ে, ছোট বাচ্চারা দুর্ব্যবহারের শাস্তি এড়াতে প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত আচরণ করতে অনুপ্রাণিত হয়। নৈতিক বিকাশের এই পর্যায়টি বোঝার মাধ্যমে, শিক্ষকরা ভাল আচরণকে উত্সাহিত করতে শ্রেণিকক্ষে আচরণবিধি স্থাপন করে তাদের শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশকে গাইড করতে সহায়তা করতে পারেন। ছোট বাচ্চারা যারা এখনও নৈতিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তাদের আচরণের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা নির্ধারণ করা এবং দুর্ব্যবহারের সুস্পষ্ট পরিণতি নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল বছর জুড়ে আচরণবিধি এবং শাস্তির ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি এই স্তরের নিয়মগুলি অনুসরণ করেন এমন শিশুদের জন্য পুরষ্কার প্রদানও শুরু করতে পারেন। তারা স্তর 1 এর দ্বিতীয় ধাপের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে যদি কোনও প্রলোভনমূলক পুরষ্কার দেওয়া হয় তবে তারা নিয়মগুলি অনুসরণ করতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হবে। শিক্ষার্থীদের একসাথে কাজ করতে এবং একে অপরকে তাদের নৈতিক চরিত্রকে শক্তিশালী করতে উত্সাহিত করুন।

কোহলবার্গের দ্বিতীয় পর্যায়এবং আর্লি এলিমেন্টারি

দ্বিতীয় পর্যায়ে, অল্প বয়স্ক শিশুরা তাদের আচরণের জন্য এবং যদি তাদেরকে পুরষ্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয় তবে তারা নিয়মগুলি অনুসরণ করতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়। ক্লাসরুমের নিয়মগুলি অনুসরণ করে এবং শ্রেণীকক্ষে সহায়ক আচরণগুলি প্রদর্শন করে এমন প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করার জন্য একটি সিস্টেম প্রয়োগ করা নৈতিক আচরণকে উত্সাহিত করতে দীর্ঘ পথ যেতে পারে। এই পর্যায়ে, শিশুরা বুঝতে পারে যে শাস্তি দেওয়া আচরণগুলি "খারাপ" হিসাবে বিবেচিত হয় এবং পুরষ্কার প্রাপ্ত আচরণগুলি "ভাল" হিসাবে বিবেচিত হয়। শিক্ষার্থীরা আরও শিখতে শুরু করে যে এই পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তারা বিবেচনা করে পৃথক (নিজেরাই) যা সঠিক তা হতে সর্বোত্তম কি তবে তারা পারস্পরিক সুবিধার প্রয়োজনীয়তাও দেখতে শুরু করে। তারা শিখতে শুরু করে যে তারা যদি অন্যদের সাথে আরও ভাল আচরণ করে তবে অন্যরা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তারা নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে নৈতিকতা দেখতে শুরু করে।

এই পর্যায়ে, ক্লাসরুমের ক্রিয়াকলাপগুলি চালু করা, ভাল ধারণা যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য উত্সাহ দেয়। সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের একে অপরের সহায়তা করা গেম এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তাদের নৈতিক যুক্তি দক্ষতা আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে।

কোহলবার্গের দ্বিতীয় এবং প্রয়াত প্রাথমিক / মধ্য বিদ্যালয়

বেশিরভাগ শিশুরা 10 থেকে 13 বছর বয়সের মধ্যে 3 ম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তাদের আচরণ কীভাবে অন্যান্য লোককে প্রভাবিত করে এবং অন্যান্য লোকেরা কীভাবে তা উপলব্ধি করে তা বিবেচনা করুন।

এই পর্যায়ে, আপনি ক্লাসরুমের জন্য আচরণবিধি তৈরি করতে আপনাকে সহায়তা করার মাধ্যমে আপনার শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারেন। এটি ক্লাসরুমের বিধিগুলির জন্য শিক্ষার্থীদের আংশিকভাবে দায়বদ্ধ হতে দেয়, যা তারা অনুসরণ করবে বলে আশা করা হবে। এই পর্যায়ে, শিক্ষার্থীরা তাদের ক্রিয়াগুলি অন্যকে

কীভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে আরও চিন্তাভাবনা শুরু করে। তারা যদি নিয়মগুলি মেনে চলার সুস্পষ্ট সুবিধা দেখতে না পান তবে তারা বিদ্যালয়ের বিধিগুলি অনুসরণ করতে কম ঝোঁকেন। এই আচরণের আচরণবিধি তৈরিতে এই পর্যায়ে থাকা শিক্ষার্থীদের হাতছাড়া হওয়ার সুযোগ দিয়ে বিভিন্ন আচরণ কীভাবে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষার্থীরা নিয়মগুলি মেনে চলতে আরও বেশি আগ্রহী হবে। এই পর্যায়ে, শিক্ষার্থীরা তাদের পিছনে যুক্তি বুঝতে না পারলে অন্ধভাবে নিয়ম মেনে চলতে অনাগ্রহী হতে শুরু করবে।

এই পর্যায়ে, এমন ক্রিয়াকলাপ এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি চালু করা গুরুত্বপূর্ণ যা আপনার শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একটি সাধারণ লক্ষ্যে একসাথে কাজ করতে শিক্ষার্থীদের উত্সাহিত করে। প্রবীণ শিক্ষার্থীরা মধ্য বিদ্যালয়ের শেষে বা উচ্চ বিদ্যালয়ের শুরুতে পৌঁছানোর সাথে সাথে 4 স্তরে পৌঁছতে শুরু করতে পারে। গ্রুপ প্রকল্প এবং ক্রিয়াকলাপের জন্য পর্যাপ্ত সময় মঞ্জুর করুন যা শিক্ষার্থীদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে একসাথে কাজ করার এবং তাদের আচরণগুলি কীভাবে সামাজিক প্রসঙ্গে অন্যকে প্রভাবিত করে তা শিখার সুযোগ দেয়।